গবেষণা সিরিজ-২৫

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

যিকির

(প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)

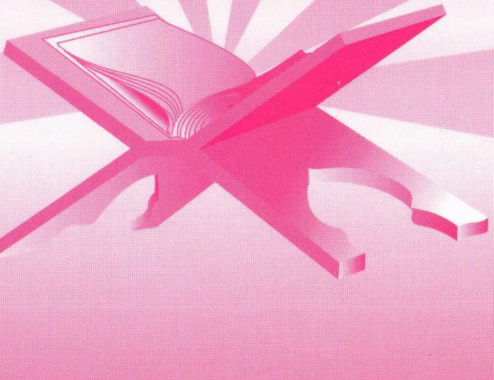

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী
যিকির
(প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F. R.C.S (Glasgow)
জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন (QRF)
প্রফেসর অব সার্জারী
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮
মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site. revivedislam.com
E-mail
[illegible]
Phone 02-9341150

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮
প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ

কিউ আর এফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ-৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ২৮.০০ টাকা

সূচীপত্র

১. ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৩
২. পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	৭
৩. যে ফর্মুলা অনুযায়ী উৎসতিনটি বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে	১৬
৪. মূল বিষয়	১৭
৫. যিকিরের গুরুত্ব	১৭
৬. যিকির শব্দ ও যিকির করা বাক্যের ভাষাগত অর্থ	২১
৭. যিকির করার সময় এবং স্থান	২১
৮. যিকিরের স্তর সমূহ	২৪
৯. স্মরণ রাখা স্তরের যিকিরের বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি	২৬
১০.কুরআন অধ্যয়ন যিকির হওয়ার প্রমাণ	২৮
১১.হাদীস অধ্যয়ন যিকির হওয়ার প্রমাণ	৩২
১২.ফিকাহ ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন .. প্রমাণ	৩৪
১৩.বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি অধ্যয়ন.. প্রমাণ	৩৫
১৪.নামাজ রোজা ইত্যাদি .. প্রমাণ	৩৯
১৫.আল্লাহর গুণবাচক নাম.. প্রমাণ	৪১
১৬.বাস্তবায়ন বা অনুসরণ স্তরের যিকির করার উপায়	৪৩
১৭.যিকিরের দুই স্তরের সম্পর্ক	৪৩
১৮.স্মরণ রাখা স্তরের যিকিরের সময় স্বরের উচ্চতার মাত্রা	৫৩
১৯.স্মরণ রাখার স্তরের যিকির একাকী বা দলবদ্ধভাবে করা	৫৪
২০.শেষ কথা	৫৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। আমি একজন বিশেষজ্ঞ সার্জন। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মজীদ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন মজীদ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মজীদ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মজীদ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের

প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মজীদ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَـٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।'(২,বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন রবে, তাদের তা করা হবে না)।তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি ।তাইকুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন

অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন মজীদ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিহাহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ০১.০১.২০০৮ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন। 'কুরআনিআ' অনুষ্ঠানটি প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ১০.০০টায় অনুষ্ঠিত হয়।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ক্রটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক

অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক

বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا– فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا– قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا– وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا–

অর্থঃ শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যাঃ এখানে প্রথমে আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকেই বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে। আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلاَمُ لِــوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَاَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَاَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থঃ রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললোঃ হ্যাঁ।

অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকি। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়। (আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে।এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ. اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لَا يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা বিবেক -বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থ: যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থ: জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.)

তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'।
(বুখারী ও মুসলিম)
হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'।
(তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়,

ঘ. অল্পকিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তন-ভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না।

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর সূরা বনী ইসরাইলে বর্ণিত ইসরা বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও বা আরো উন্নতমানের রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কের (Computer disk) ন্যায় কোনকিছুতে সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের

তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যেও সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.)ও সুন্নাহর মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল–

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

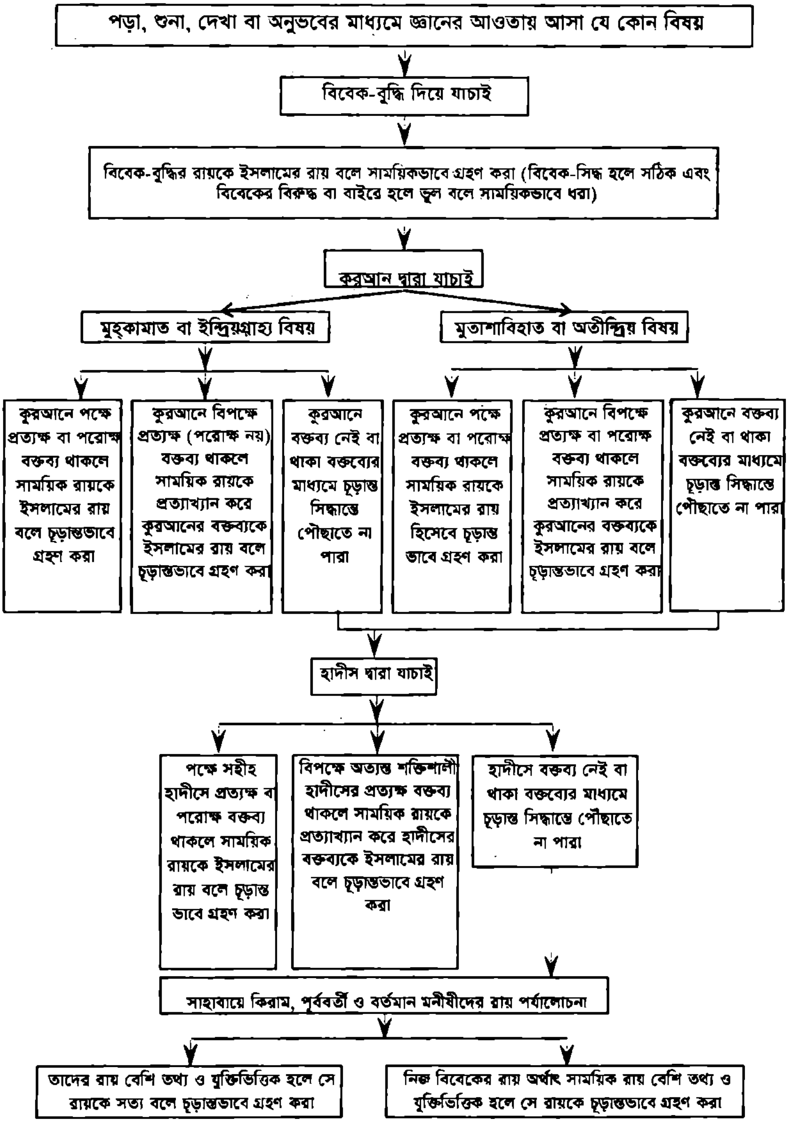

মূল বিষয়

যিকির (ذكر) শব্দটি শোনে নাই এমন মুসলমান বর্তমানে নেই বলেই মনে হয়। আর অধিকাংশ মুসলমান যিকির করা বলতে বুঝে আল্লাহু (الله) শব্দ, আল্লাহর কোন গুণবাচক নাম বা কালেমা তাইয়্যেবা, অর্থ না বুঝে বা বুঝে, মুখে শব্দ করে অথবা মনে মনে, বারবার পড়া। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে সুবহানাল্লাহ (سبحان الله) আল-হামদুলিল্লাহ (الحمد لله) ও আল্লাহ আকবার (الله اكبر) নাম তিনটি এবং কালেমা তাইয়্যেবার যিকির সবচেয়ে বেশি করা হয়। ঐ যিকির আঙ্গুলের কর বা তাসবীহের দানা গণনা করার মাধ্যমে করা হয়।

যিকির শব্দটি সম্বন্ধে বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের উল্লিখিত ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতির সাথে কুরআন, সুন্নাহের বক্তব্য এবং রাসূল ও সাহাবায়ে কিরামদের বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতির সাথে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর এ কারণে মুসলমানরা যিকির করেও যিকিরের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ (সওয়াব) থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে যিকির শব্দটি দ্বারা কী বুঝান হয়েছে তা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। আর এর মাধ্যমে জাতিকে যিকির করেও যিকির না করার অবস্থান থেকে উদ্ধার করে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের দিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা।

যিকিরের গুরুত্ব

আল-কুরআন

তথ্য-১

أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ.

অর্থ: তেলাওয়াত কর ঐ কিতাব থেকে যা ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো হয়েছে। আর নামাজ কায়েম কর। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর যিকির এটা অপেক্ষা অনেক বড়।

(আনকাবুত/২৯ : ৪৫)

তথ্য-২

فَاذْكُرُوْنِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلاَ تَكْفُرُوْنِ.

অর্থঃ কাজেই তোমরা আমার যিকির কর আমিও তোমাদের যিকির করব। আর আমার (দানের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

(বাকারা/২ : ১৫২)

তথ্য-৩

اَلاَ بِذِكْرِاللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

অর্থঃ আল্লাহর যিকির হচ্ছে সেই বিষয় যা দ্বারা অন্তর শান্তি লাভ করে।

(রা'দ/১৩ : ২৮)

তথ্য-৪

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ.

অর্থঃ হে মু'মিনগন ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহর যিকির থেকে তোমাদের ভুলিয়ে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(মুনাফিকুন/৬৩ : ৯)

তথ্য-৫

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ.

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির হতে গাফিল থেকে জীবন-যাপন করে তার উপর আমি শয়তান চাপিয়ে দেই। সে তার সংগী-সাথী হয়ে যায়। ঐ শয়তান তাকে হেদায়াতের পথে আসতে বাধা দেয়। আর তারা নিজেরা মনে করে যে তারা সঠিক পথে আছে। (যুখরুফ/৪৩ : ৩৬-৩৭)

আল-হাদীস

তথ্য-১

وَ عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الأشْعَرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَ الَّذِىْ لاَ يَذْكُرُهُ، مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ.

رواه البخارى.

অর্থ: আবু মূসা আল আশআরী (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী (সা:) বলেন, যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে আর যে ব্যক্তি তা করে না তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

তথ্য-২

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ.رواه مسلم.

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেনঃ "মুফাররিদরা" অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসূল ! মুফাররিদ কারা? জবাব দিলেন, "খুব বেশি আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারীগণ।" (মুসলিম)

তথ্য-৩

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى.

رواه الترمذى، قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح.

অর্থ: আবু দারদা (রা:) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা:) বলেছেন, আমি কি তোমাদের উত্তম আমলের কথা জানাবো, যা অত্যন্ত পবিত্র তোমাদের

প্রভুর কাছে, মর্যাদার দিক দিয়ে যা অনেক উচ্চে, সোনা-রুপা ব্যয় করা, শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তাদের হত্যা করা বা নিজে নিহত হওয়ার চেয়ে যা তোমাদের জন্যে ভাল? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন। রাসূল (সা.) বললেন-আল্লাহ্ তায়ালার যিকির।

(তিরমিযি, ইমাম হাকেম আবু আবদুল্লাহ হাদীসখানির সনদ সহীহ বলেছেন)

তথ্য-৪

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ. رواه البخارى تعليقا.

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের অন্তরের উপর জেঁকে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহর যিকির করে তখন সরে যায়, আর যখন সে যিকির থেকে বিরত থাকে তখন কুমন্ত্রণা দেয়। (বুখারী)

তথ্য-৫

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةً وَّ صِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُاللهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ اَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ قَالُوْا وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ وَلاَ اَنْ يَّضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ. رواه البيهقى فى الدعوات الكبير.

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন নবী করীম (সাঃ) বলেছেন প্রত্যেক জিনিসের একটি মাজন আছে। অন্তরের মাজন হলো আল্লাহর যিকির। আর আল্লাহর যিকির অপেক্ষা আল্লাহর আযাব থেকে অধিক রক্ষাকারী আর কিছু নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি নয়? তিনি বললেন, না, আল্লাহর রাস্তায় তরবারী মেরে ভেঙ্গে ফেললেও নয়। (বায়হাকী)

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, যিকির ইসলামী জীবন বিধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

যিকির (ذكر) শব্দ ও যিকির করা বাক্যের ভাষাগত অর্থ

আরবী অভিধান অনুযায়ী যিকির (ذكر) শব্দের অর্থ হলো স্মরণ (Recollection, Remembrance)। তাই যিকির করা শব্দের অর্থ হবে স্মরণ করা বা স্মরণ রাখা। আর আল্লাহর যিকির করার ভাষাগত অর্থ হবে আল্লাহকে স্মরণ করা বা আল্লাহকে স্মরণ রাখা।

যিকির করার সময় এবং স্থান

বিবেক-বুদ্ধি

একজন মু'মিন তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহর গোলাম বা দাস। তাই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে তথা আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয় স্মরণে (যিকিরে) রাখতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে। কিছুসময় আল্লাহকে স্মরণে রাখা হলো আর কিছু সময় ভুলে যাওয়া হলো এটি মু'মিনের গুণাগুণ হতে পারে না। অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মু'মিনকে সকল সময় তথা রাতে, দিনে, সকালে, বিকালে, কর্মস্থানে, বিশ্রামে, ঘরে, মসজিদে ইত্যাদি সকল সময় এবং সকল স্থানে আল্লাহর যিকির করতে হবে।

আল-কুরআন

তথ্য-১

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ

অর্থ: নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। যারা আল্লাহর যিকির করে দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। (আলে-ইমরান/৩ : ১৯০-১৯১)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ জ্ঞানীদের ২টি গুণের উল্লেখ করেছেন-

১. দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকির করা,

২. মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।

আল্লাহ এখানে বলেছেন নেককার জ্ঞানী বান্দারা দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় তাঁর যিকির করে। একজন মানুষ তার ২৪ ঘণ্টা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই তিন অবস্থার কোন একটিতে অবশ্যই থাকে। তাই আল্লাহ এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে জানিয়েছেন নেককার বান্দার একটি গুণ হচ্ছে তারা সর্বক্ষণ অর্থাৎ রাতে, দিনে, সকালে, বিকালে, কর্মস্থানে, বিশ্রামে ইত্যাদি সকল সময় ও সকল স্থানে আল্লাহর যিকির করে।

তথ্য-২

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا. وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً.

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা বেশি বেশি আল্লাহর যিকির কর এবং সকাল সন্ধ্যা তাঁর তাসবীহ কর। (আহযাব/৩৩ : ৪১,৪২)

তথ্য-৩

رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالاَبْصَارُ.

অর্থ: (আল্লাহর নূরের হেফাযত প্রাপ্ত হল) সে সব লোক যাদেরকে ব্যবসা ও বেচা-কেনা আল্লাহর যিকির, সালাত কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। তারা সেদিনকে ভয় করে যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (নূর/২৪ : ৩৭)

হাদীস

তথ্য-১

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رواه مسلم.

অর্থ: আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূল (সা:) সকল সময়আল্লাহর যিকির করতেন। (মুসলিম)

তথ্য-২

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةِ فِي الْمَسْجِد فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ، قَالَ آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ، قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلاَمِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ قَالُوا وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ .

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মুআবিয়া (রা:) মসজিদে একটি মজলিসের কাছে (পৌঁছে) জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমরা এখানে বসে আছো কেন?" লোকেরা জবাব দিলোঃ "আমরা এখানে বসে আল্লাহর যিকির করছি।" মুআবিয়া (রা:) জিজ্ঞেস করলেনঃ "আল্লাহর কসম, ঐটি ছাড়া আর কোনো কিছুই তোমাদেরকে এখানে বসিয়ে রাখেনি ?" তারা জবাব দিলো ঃ "আমরা কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই এখানে বসেছি।" তিনি বললেনঃ "জেনে রাখ, আমি কোন দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছ থেকে কসম চাইনি এবং রসূলুল্লাহ (সা:) থেকে আমার চাইতে কম সংখ্যক হাদীসও কেউ উদ্ধৃত করেনি। রসূলুল্লাহ (সা:) তাঁর সাহাবাদের একটি মজলিসের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কেন বসে আছ? তারা জবাব দিলোঃ আমরা বসে আল্লাহর যিকির করছি, তাঁর প্রশংসা কীর্তন করছি এজন্যে যে তিনি আমাদের ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং আমাদের প্রতি ইহ্সান করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস

করলেন -আল্লাহর কসম, এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে তোমরা এখানে বসোনি? তারা জবাব দিলোঃ আল্লাহর কসম, এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে আমরা এখানে বসিনি। তিনি বললেনঃ আমি কোন দোষারোপের কারণে তোমাদেরকে কসম দেইনি বরং জিব্রীল আমার কাছে এসে জানালেন যে, আল্লাহ ফিরিশ্তাদের কাছে তোমাদের জন্যে গর্ব করছেন। (মুসলিম)

তথ্য-৩

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَاذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ وَاذَا غَفَلَ وَسْوَسَ. رواه البخارى تعليقا .

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের অন্তরের উপর জেঁকে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহর যিকির করে তখন সরে যায়, আর যখন সে যিকির থেকে বিরত থাকে তখন কুমন্ত্রণা দেয়। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানি থেকে বুঝা যায় যে, শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে বাঁচতে হলে সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকির করতে হবে।

- ❑ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত বক্তব্য থেকে যিকিরের সময় এবং স্থানের ব্যাপারে যে সকল তথ্য বের হয়ে আসে তা হল-
  ১. যিকির করতে হবে কাজ করার সময় এবং অবসরের সময় তথা সকল সময়ে,
  ২. যিকির করতে হবে কর্মস্থলে, মসজিদে, ঘরে, রাস্তায় তথা সকল স্থানে।

যিকিরের স্তরসমূহ

বিবেক-বুদ্ধি

তথ্য-১

যিকির করা বাক্যটির অর্থ হল স্মরণ করা বা স্মরণ রাখা। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কাউকে স্মরণ করা বলতে তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, রং, ভর ইত্যাদি স্মরণ করা বুঝায় না। বরং এটি দ্বারা তার দেয়া আদেশ, নিষেধ,

উপদেশ বা শিক্ষা ; তার থাকা- ক্ষমতা, শক্তি বা গুণাগুণ; তার ঘোষিত পুরস্কার বা শাস্তি; তার জানিয়ে দেয়া সৃষ্টিজগত সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য এবং চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ স্মরণ করা বা স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে বাস্তব কাজ করাকে বুঝায়।

আল্লাহর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভর ইত্যাদি নেই। তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আল্লাহর যিকির করা বলতে আল্লাহর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভর, রং ইত্যাদি স্মরণ করা বা স্মরণ রাখাকে বুঝানোর প্রশ্নই আসে না। বরং আল্লাহর যিকির করা বলতে বুঝাবে আল্লাহর দেয়া আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা ; থাকা ক্ষমতা,শক্তি বা গুনাগুণ; ঘোষিত পুরষ্কার শাস্তি বা জানিয়ে দেয়া সৃষ্টিজগত সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য এবং চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ স্মরণ করা বা স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে বাস্তব কাজ করা।

তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী যিকিরের স্তর হবে দুটি-

ক. স্মরণ রাখার স্তর,

খ. বাস্তবায়ন বা অনুসরণের স্তর।

কুরআন ও হাদীস

পূর্বে কুরআন ও হাদীসের অনেক তথ্য থেকে আমরা জেনেছি মহান আল্লাহ কাজ ও অবসর সকল সময় যিকির করতে বলেছেন এবং রাসূল (সাঃ) সকল সময় যিকির করতেন। একজন মানুষ যখন মনোযোগ দিয়ে কোন কাজ করে, বিশেষ করে কাজটি যদি সূক্ষ্ম বা কঠিন হয় তখন ঐ কাজের মধ্যে তার মনকে পরিপূর্ণভাবে মশগুল রাখতে হয়। মন অন্যদিকে গেলে কাজটিতে ভুল হয়ে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে কাজের সময়ও যিকির করতে নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন সুন্নাহ তথা ইসলাম মানুষের কল্যাণ চায়, ক্ষতি চায় না। তাই সহজেই বুঝা যায় কাজের সময়টিও যেন আল্লাহর যিকিরে রূপান্তরিত হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে কুরআন সুন্নাহ নির্দেশ দিয়েছে। আর কাজের সময়টি আল্লাহর যিকির বলে গণ্য হওয়ার উপায় হচ্ছে, কাজটি আল্লাহ তা'য়ালা এবং রাসূল (সাঃ) এঁর জানিয়ে ও দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে সম্পাদন করা।

সুতরাং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ীও আল্লাহর যিকিরের স্তর হবে দুটি-

ক. স্মরণ করা বা রাখার স্তর,

খ. বাস্তবায়ন বা অনুসরণের স্তর।

স্মরণ রাখা স্তরের যিকিরের বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি

বিবেক-বুদ্ধি

বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কারো সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় মনে রাখার যে সকল উপায় হতে পারে তা হল-

১. বিষয়গুলো কোন গ্রন্থে লিখা থাকলে বারবার সে গ্রন্থ পড়ে (Revision) স্মরণ রাখা।

২. বাস্তব কাজের (Practical work) মাধ্যমে কোন বিষয় শিখানো বা জানানো হয়ে থাকলে বারবার সে কাজটি করার মাধ্যমে বিষয়গুলো স্মরণ রাখা।

৩. কোন শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে কোন বিষয় বা তথ্য জানানো হয়ে থাকলে বারবার মনে মনে বা মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে তা স্মরণ রাখা।

সুতরাং বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সহজে বলা যায়, আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয় স্মরণ রাখার যে সকল উপায় হতে পারে তা হবে-

- ❑ আল্লাহ সম্পর্কিত বিষয়গুলো কোন গ্রন্থে লিখা থাকলে সে গ্রন্থ বারবার পড়ে বিষয়গুলো মনে রাখা।
- ❑ বাস্তব কাজের (Practical work) মাধ্যমে কোন বিষয় শিখিয়ে বা জানিয়ে থাকলে নির্দিষ্ট ব্যবধানে সে আমল করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে রাখা।
- ❑ কোন নাম, শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কিত কোন তথ্য জানানো হয়ে থাকলে, মুখে বা অন্তরে বারবার সে নাম, শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে তথ্যগুলো স্মরণ রাখা।

মহান আল্লাহ তাঁর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ তাঁর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, ক্ষমতা, পুরস্কার, শাস্তি, ক্ষমা, চাওয়া-পাওয়া,

জানা থাকা মহাবিশ্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য ইত্যাদি মানুষকে নিম্নোক্ত উপায়সমূহের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন-

- ❑ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন,
- ❑ তাঁর রাসূলের সুন্নাহ,
- ❑ ফিকাহ শাস্ত্র,
- ❑ ইসলামী সাহিত্য,
- ❑ আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন (Natural law) ধারণকারী (বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ নীতি ইত্যাদি) বিভিন্ন গ্রন্থ,
- ❑ নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদাতের অনুষ্ঠান,
- ❑ তাঁর গুণবাচক নাম যেমন, রহমান, রহীম, গাফ্ফার, কাহ্হার, জব্বার ইত্যাদি।
- ❑ বিভিন্ন বাক্য যেমন, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইত্যাদি।

সুতরাং বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সহজেই বলা যায় মহান আল্লাহর স্মরণ রাখার স্তরের যিকিরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে-

১. কুরআন অধ্যয়ন (তেলাওয়াত) করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা,
২. হাদীস অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা,
৩. ফিকাহ শাস্ত্র ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা,
৪. আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন (Natural law) ধারণকারী বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ নীতি ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা,
৫. নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদাত সমূহ পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো স্মরণ রাখা,
৬. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি আল্লাহর পরিচয় দানকারী বাক্যসমূহ মনে মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে তার অর্থ স্মরণ রাখা,

৭. রহমান, গাফ্ফার কাহহার, জব্বার ইত্যাদি আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ মনে মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে আল্লাহর সে গুণগুলো (সিফাত) স্মরণ রাখা।

কুরআন অধ্যয়ন করা স্মরণ রাখার স্তরের যিকির হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও হাদীস

কুরআন

তথ্য- ১

ص. وَالْقُرْآنِ ذِيْ الذِّكْرِ.

অর্থঃ সাদ। স্মরণ রাখার (যিকিরের) বিষয়ে পরিপূর্ণ কুরআনের শপথ।
(সোয়াদ/৩৮ : ১)

তথ্য- ২

وَمَا هُوَ الاَّ ذِكْرٌ لِلْعٰلَمِيْنَ .

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) বিশ্বমানবতার জন্যে একটি স্মরণ রাখার তথ্যে (যিকিরে) ভরপুর গ্রন্থ ব্যতীত আর কিছুই নয়। (কলম/৬৮ : ৫২)

তথ্য- ৩

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থঃ আর আমি যখন তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদেরকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে সুদৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা রয়েছে তা স্মরণ রাখ যাতে তোমরা সতর্কতার সাথে তা অনুসরণ করে চলতে পার। (বাকারা/২ : ৬৩)

তথ্য- ৪

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

অর্থ: আর এই যিকির (আল-কুরআন) তোমার প্রতি নাযিল করেছি যেন মানুষের জন্যে যা নাযিল করা হয়েছে তা তুমি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তাদের বুঝিয়ে দিতে পার এবং তারা নিজেরাও তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। (নাহল/১৬ : ৪৪)

হাদীস

তথ্য- ১

وَ عَنْ عَلِيٍّ (رض) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلاَ يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِيْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ) مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِىَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

অর্থ: আলী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই ফিতনা সৃষ্টি হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্যে উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তাঁর হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন)

আল্লাহর দৃঢ় রশি, আল্লাহর যিকির এবং সহজ ও সরল পথ, যা দ্বারা মানুষের অন্তর কলুষিত হয় না এবং যা দ্বারা মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না ও ধোঁকা খায় না। তা থেকে আলেমগণের জ্ঞান অন্বেষণ শেষ হয় না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার অভিনবত্বের শেষ হয় না। যখনই জীন জাতি তা শুনল, তখনই সাথে সাথে তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল, সে সত্যই বলল, যে তাতে আমল করল, সওয়াব প্রাপ্ত হল, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে, সে সৎ পথ প্রাপ্ত হবে।

(তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ রাসূল (সাঃ) এখানে কুরআনকে আল্লাহর যিকির বলে উল্লেখ করেছেন।

তথ্য- ২

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ(رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِه .

অর্থঃ আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন আমার রব বলেন যারা কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিকির (স্মরণ) ও আমার নিকট দোয়া করার সুযোগ পায় না আমি তাদের দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিব। আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

(তিরমিযী, বায়হাকী, দারেমী)

ব্যাখ্যাঃ কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার অর্থ হচ্ছে কুরআন অধ্যয়ন, স্মরণ (যিকির), গবেষণা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকা। রাসূল (সাঃ) এখানে আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনের বিষয়

নিয়ে ঐসব কাজে ব্যস্ত থাকা অন্য যেকোন গ্রন্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেয়ে উত্তম। আর এ দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য বুঝাতে যেয়ে বলা হয়েছে, সে পার্থক্য তেমন যেমন আল্লাহর উত্তম হওয়া এবং অন্য যেকোন সৃষ্টির উত্তম হওয়ার মধ্যে পার্থক্য। অর্থাৎ সে পার্থক্য অকল্পনীয়।

সুতরাং এ হাদীসে কুদসীর মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর যিকির করার যত রকম উপায় আছে তার মধ্যে কুরআন অধ্যয়ণের মাধ্যমে যিকির করা অকল্পনীয়ভাবে বেশি উত্তম, কল্যাণকর বা সওয়াব।

তথ্য- ৩

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً .

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন কিছুক্ষণ চিন্তা-গবেষণা করা ৬০ (ষাট) বছর ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম।

(জামেউস সগীর)

❑❑ কুরআন ও হাদীসের এ সকল তথ্যের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহকে তথা আল্লাহ সম্পর্কিত সকল বিষয় স্মরণ রাখার জন্যে যিকির করার যত ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে কুরআন অধ্যয়ন তথা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং তা স্মরণ রাখা হচ্ছে সর্বোত্তম উপায়। অর্থাৎ স্মরণ রাখার স্তরের যিকিরের সর্বোত্তম উপায় হলো কুরআন অধ্যয়ন করা। আর কুরআন অধ্যয়ন করার পূর্বস্তরের কাজ হচ্ছে কুরআন শুদ্ধ করে পড়া শিখা। অন্যদিকে কুরআন অধ্যয়ন করে ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে নিম্নের তিনটি তথ্য সবসময় মনে রাখতে হবে-

- ❑ কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন তথ্য নেই,
- ❑ একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে বিষয়টি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে,
- ❑ কুরআনে মানুষের সাধারণ বিবেকের তথা বাস্তবতার চিরন্তনভাবে বিরুদ্ধ কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) বিষয় নেই। কারণ, এটি হলে কুরআনের উপর মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হবে না।

হাদীস অধ্যয়ন করা স্মরণ রাখার স্তরের যিকির হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও হাদীস

পূর্বেই আমরা দেখেছি আল্লাহ তা'য়ালা এবং রাসূল (সাঃ) জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন অধ্যয়ন করা স্মরণ রাখার স্তরের যিকিরের সর্বোত্তম উপায়। আবার আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (সাঃ) কে এবং রাসূল (সাঃ) তাঁর সুন্নাহকে অনুসরণ করার কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছেন। যেমন-

কুরআন

তথ্য-১

مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُو.

অর্থঃ রাসূল (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে) যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর।

(হাশর/৫৯ঃ ৫)

তথ্য-২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَ اُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج

অর্থঃ হে মু'মিনগণ আনুগত্য কর আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং উলিল আমরগণের। (নিসা/৪ঃ ৫৯)

তথ্য-৩

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

অর্থঃ যে রাসূলের আনুসরণ করলো সে মূলত আল্লাহকেই অনুসরণ করলো। (নিসা/৪ঃ ৮০)

হাদীস

তথ্য-১

عَنْ مَالِك بْنِ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (ص) تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا . كِتَابَ اللّٰه وَ سُنَّةَ رَسُوْله .

অর্থঃ মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,আমি তোমাদের জন্যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, যতদিন তোমরা তা ধরে

থাকবে ততদিন বিপথগামী হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। (মুয়াত্তা,মুসলিম,তিরমিযি)

তথ্য-২

وَعَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِه.

অর্থ:আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজের প্রবৃত্তিকে (খেয়াল-খুশিকে) আমার আনীত বিধানের অধীন না করে। (মেশকাত)

❑❑ কুরআন ও হাদীসের এ সকল তথ্য থেকে পরিস্কারভাবে জানা য়ায় যে, রাসূল (সা:) এঁর সুন্নাহ অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুন্নাহ অনুসরণ করতে হলে প্রথমে সুন্নাহ জানতে ও স্মরণ রাখতে হবে। আর সুন্নাহ জানার উপায় হলো হাদীস গ্রন্থ বা হাদীস অধ্যয়ন করা। তাই হাদীস অধ্যয়নও স্মরণ রাখার স্তরের যিকির হিসেবে গণ্য হবে। তবে হাদীস অধ্যয়নকে প্রকৃতভাবে স্মরণ রাখার স্তরের যিকির হিসেবে গণ্য হতে হলে তথা হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে নিম্নের তথ্যগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে-

- ❑ সকল সুন্নাহই হাদীস কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ (রাসূল স. এর বক্তব্য) নয়,
- ❑ কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী কুরআন ও সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের স্পষ্ট বিপরীত কথা রাসূল (স:) এর হাদীস হতে পারে না,
- ❑ হাদীস শাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয়েছে সনদের (বর্ণনাধারা) ত্রুটিহীনতার ভিত্তিতে। মতনের (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই, কোন সহীহ হাদীসের বক্তব্য কুরআন ও সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের স্পষ্ট বিরোধী হলে সে হাদীস রাসূল (সা:) এর বক্তব্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

ফিকাহ শাস্ত্র ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা স্মরণ রাখার স্তরের যিকির হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও হাদীস

কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলিমের জন্যে আল্লাহ ফরজ করেছেন (ফরজে আইন)। নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করলে সকলে তা করতে পারবে বলেই আল্লাহ এটি করেছেন। কিন্তু কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্যে সম্ভব নয় বলে আল্লাহ এটিকে সকলের জন্যে ফরজ করেন নি (ফরজে কেফায়া)। তাই, প্রয়োজন হলে, যারা অধিক জ্ঞানী (ফকীহ) তাদের নিকট থেকে ইসলামের বিষয় জেনে নেয়ার জন্যে, সাধারণ মুসলিমদের কুরআন ও সুন্নাহ নিম্নোক্তভাবে বলেছে-

কুরআন

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অর্থঃ অতএব জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জানা না থাকে।

(নাহল/১৬ : ৪৩)

হাদীস

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, একজন বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি শয়তানের নিকট হাজারো আবেদ অপেক্ষা মারাত্মক। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

- ❑ কুরআন ও হাদীসের এ সকল তথ্য থেকে জানা যায় যে, কুরআন ও হাদীসের যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রাখেন তাদের লেখা গ্রন্থ পড়ে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা এবং তা স্মরণ রাখাও, স্মরণ রাখার স্তরের যিকিরের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নের কয়েকটি কথা সকলকে মনে রাখতে হবে-
- ❑ আল্লাহ তা'য়ালা এবং রাসূল (সাঃ) ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির লেখনী বা কথাকে অন্ধভাবে মেনে নেয়া, সকলের জন্যে শিরক বা কুফরীর গুনাহ। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, 'অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?' নামক বইটিতে।

- বর্তমান ফিকাহশাস্ত্রে উপস্থিত থাকা তথ্য সমূহের নির্ভুলতা-
  - * অনেক তথ্য নির্ভুল,
  - * কিছু তথ্য, সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে মনীষীগণের কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যখ্যা না করতে পারার কারণে ভুল হয়েছে,
  - * কিছু তথ্য ইসলামের শত্রুদের ঢুকিয়ে দেয়া ভুল তথ্য।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, 'যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকানো হয়েছে' নামক বইটিতে।

আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন (Natural law) ধারণকারী বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ নীতি ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করা স্মরণ রাখার স্তরের যিকির হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও হাদীস

কুরআন

তথ্য-১

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ . الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج

অর্থঃ মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিন-রাতের আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের (উলিল আলবাব) জন্যে আয়াত (নিদর্শন তথা আল্লাহর তৈরি বিধি-বিধানের সাক্ষর) রয়েছে। যারা ওঠা,বসা ও শায়িত সকল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ (যিকির) করে এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। (আলে-ইমরান/৩ঃ ১৯০, ১৯১)

ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিন-রাতের আবর্তনের মধ্যে আল্লাহর আয়াত তথা আল্লাহর তৈরি বিধি-বিধানের সাক্ষর রয়েছে। আল-কুরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয়েছে। তাই এ দু'য়ের মধ্যে ব্যাপক মিল আছে। এ কারণে, কুরআন জানা থাকলে প্রাকৃতিক বিধি-বিধান বুঝা বা প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার বিষয় খুজে পাওয়া

যেমন সহজ হয় তেমনই বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিধি-বিধান জানা থাকলে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। বিজ্ঞানের উন্নতির বর্তমান অবস্থায় এটি এক বাস্তব সত্য। প্রাকৃতিক বিধি-বিধানের অনেক মূলনীতি বা মূলতথ্য কুরআনে উপস্থিত দেখে মানুষের কুরআনের প্রতি বিশ্বাস আজ দৃঢ় হচ্ছে।

অতএব, কুরআন অধ্যয়ন করা যেমন আল্লাহর স্মরণ রাখার স্তরের যিকিরের অন্তর্ভুক্ত হবে তেমনি প্রাকৃতিক আইনের তথ্য লিপিবদ্ধ থাকা গ্রন্থ পড়াও স্মরণ রাখার স্তরের যিকিরের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তথ্য-২

وَ مِنْ ايٰته خَلْقُ السَّمٰوتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ط

অর্থঃ তাঁর নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং জীব সমূহ যা তিনি উভয় স্থানে ছড়িয়ে রেখেছেন। (শুরা/৪২ঃ ২৯)

ব্যাখ্যাঃ মহাকাশ ও পৃথিবী এবং উভয় স্থানে থাকা জীব সমূহের শরীর ও জীবন-যাপনের পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহর তৈরি বিধি-বিধানের বহু মূলনীতির সাক্ষর রয়েছে বলে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। এক নাম্বার তথ্যের আয়াত দু'খানির ব্যাখ্যার ন্যায় এ আয়াতের ব্যাখ্যা থেকেও বেরিয়ে আসে যে, প্রাকৃতিক আইনের তথ্য লিপিবদ্ধ থাকা গ্রন্থ পড়াও স্মরণ রাখার স্তরের যিকিরের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তথ্য-৩

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًاط فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاط لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .

অর্থঃ অতএব হে নবী, নিজকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের (ইসলামী জীবন ব্যবস্থা) উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটি আল্লাহর প্রকৃতি (আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিশীল জীবন ব্যবস্থা) । যার উপর (যার সাথে সঙ্গতিশীল করে) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে (আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যকার মৌলিক বিধি-বিধানে) কোন ব্যতিক্রম নেই। এটি শাশ্বত দ্বীন (বিধি-বিধান)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটি জানে না। (রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে পূর্বের দু'টি তথ্যের ব্যাখ্যা থেকে যে তথ্য বের হয়ে এসেছে, সেটি আল্লাহ একসঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন।
এখানে আল্লাহ বলেছেন ইসলাম হলো তাঁর প্রকৃতি। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন ইসলাম তথা কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান হল তাঁর প্রকৃতির বিধি-বিধান। অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতির (Nature) সাথে সামঞ্জস্যশীল বিধি-বিধান।

অতঃপর সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষকে নির্দিষ্ট করে আল্লাহ বলেছেন যে, মানুষকে তাঁর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, মানুষের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল, এরপর আল্লাহ বলেছেন তাঁর সৃষ্টিতে তথা সৃষ্টিজগতে ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন নেই। এ কথার ব্যাখ্যা এটি হবে না যে তাঁর কোন সৃষ্টির, সৃষ্টিগত আকার-আকৃতিতে কোন ধরনের ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন নাই বা করা যাবে না। কারণ তা হলে মানুষের চুল, মচ, বগলের লোম, গোপন অঙ্গের পশম, নখ ইত্যাদি কাটা যেত না, দাড়ি ছোট করা যেত না বা অন্য সৃষ্টির সৃষ্টিগত আকৃতির কোন পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ হত। আবার এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা এটিও হবে না যে বিভিন্ন সৃষ্টির আকার-আকৃতি, জীবন-যাপন বা জীবন পরিচালনার বিধি-বিধানের মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম নেই। কারণ বাস্তবে বিভিন্ন সৃষ্টির ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে ছোট বা বড় নানা ধরনের ব্যতিক্রম আছে। তাই, এ বক্তব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে বিভিন্ন সৃষ্টির আকার-আকৃতি, জীবন-যাপন বা পরিচালনার বিধি-বিধানের মধ্যে ছোট বড় অনেক ব্যতিক্রম থাকলেও সকল সৃষ্টির জীবন পরিচালনার মূল নীতিমালার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। যেমন-

১. সকল জীবিত সৃষ্টির শরীরের ইউনিট তথা কোষের (Cell) গঠন এবং ভিতরের মূল পরিচালনা পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপক মিল আছে।
২. সকল সৃষ্টিকে 'ইলহামের' মাধ্যমে জীবনের সাথে সম্পর্কিত ভুল বা সঠিক বিষয়ের ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা আছে।
৩. সকল সৃষ্টির মধ্যে রোগ প্রতিরোধের জন্মগত ব্যবস্থা আছে।

৪. সকল সৃষ্টির শরীরের মূল উপাদান একই আর তা হল কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন।
৫. সকল সৃষ্টির বেঁচে থাকা ও মৃত্যু হওয়ার মৌলিক নীতিমালা একই।
৭. সকল সৃষ্টির বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে এবং বংশবৃদ্ধির উপায়ের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে ব্যাপক মিল আছে।
৮. সকল সৃষ্টির বেঁচে থাকার জন্যে খাদ্য লাগে এবং ঐ খাদ্যের মৌলিক উপাদানের মধ্যে অনেক মিল আছে।
৯. যে সকল সৃষ্টি দলবদ্ধভাবে (সমাজবদ্ধভাবে) জীবন-যাপন করে (মৌমাছি, মানুষ ইত্যাদি) তাদের দলবদ্ধভাবে জীবন-যাপন পদ্ধতির মধ্যে বহু মিল আছে।

তাহলে আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক বিধি-বিধান এবং মানুষ ও আল্লাহর তৈরি সকল সৃষ্টির জীবন পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক বিধি-বিধানের মধ্যে তথা মৌলিক প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে অনেক মিল আছে।

অতএব, কুরআন অধ্যয়ন করা যেমন আল্লাহর স্মরণ রাখার স্তরের যিকিরের অন্তর্ভুক্ত হবে তেমনি প্রাকৃতিক আইনের তথ্য লিপিবদ্ধ থাকা গ্রন্থ পড়াও স্মরণ রাখার স্তরের যিকিরের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً .

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন কিছুক্ষণ চিন্তা-গবেষণা করা ৬০ (ষাট) বছর ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম।

(জামেউস সগীর)

ব্যাখ্যাঃ এখানে রাসূল (সাঃ) চিন্তা-গবেষণার বিষয়টি অনির্দিষ্ট রেখেছেন। তাই, এ চিন্তা-গবেষণার বিষয়ের মধ্যে কুরআন-সুন্নাহ যেমন থাকবে তেমনি থাকবে সৃষ্টিজগত।

❑ কুরআন ও হাদীসের এ তথ্যসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) ধারণকারী বিভিন্ন গ্রন্থ, অধ্যয়ন করে সেগুলোর তথ্য মনে রাখাও, স্মরণ রাখার

স্তরের যিকিরের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে-

- গবেষণার মাধ্যমে বের করা প্রাকৃতিক আইনের তথ্য ইসলামের তথ্য হিসেবে তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা কুরআন ও সুন্নাহর কোন মৌলিক বিষয়ের বিরোধী হবে না বরং সম্পূরক হবে,
- আবিস্কার করা প্রাকৃতিক আইনের তথ্য জানা ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ সকলের জানা ফরজ নয়,
- প্রাকৃতিক আইনের তথ্য যার যত বেশি জানা থাকবে সে তত সহজে কুরআন ও সুন্নাহর তথ্য বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে ও বুঝাতে পারবে।

নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদাতসমূহ পালন করা স্মরণ রাখার স্তরের যিকির হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও হাদীস

তথ্য- ১

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ

অর্থ: হে মু'মিন ব্যক্তিগণ জুম্আর দিন যখন নামাজের জন্যে ডাকা হয় তখন কেনা-বেচা বন্ধ করে আল্লাহর যিকিরের (নামাজের) দিকে দৌড়াও।

(জুমুআ/৬২: ৯)

ব্যাখ্যাঃ এখানে আল্লাহ সালাতকে সরাসরিভাবে তাঁর যিকির তথা স্মরণের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হলো, সালাতের অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁর তৈরি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধানের বাস্তব শিক্ষা তিনি নিহিত রেখেছেন।

তথ্য-২

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

অর্থঃ আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোর ইলাহ নেই, অতএব আমার ইবাদাত কর। আর আমার স্মরণের জন্যে সালাত কায়েম কর।

(ত্বাহা/২০: ১৪)

ব্যাখ্যাঃ নামজ কায়েম করার অর্থ হলো- 'নামাজের সকল অনুষ্ঠান আরকান-আহকাম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা নামাজের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে- 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী, নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছ' নামক বইটিতে।

তাই, আল্লাহ এখানে বলেছেন, বাস্তব কাজের মাধ্যমে তাঁর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় স্মরণ রাখার ব্যবস্থা নামাজ আদায় করার মাধ্যমে বিষয়গুলো স্মরণে রেখে, তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে ।

তথ্য- ৩

وَأَقِمْ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ.

অর্থঃ আর নামাজ কায়েম কর দিনের দুই প্রান্ত সময়ে এবং রাত কিছুটা হওয়ার পর। নিশ্চয়ই ন্যায় কাজ অন্যায় কাজকে দূর করে দেয়। এটা (নামাজ) তাদের জন্যে এক মহা যিকির যারা আল্লাহকে স্মরণ করতে অভ্যস্ত। (হুদ/১১ : ১১৪)

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যাও দুই নাম্বার তথ্যের ব্যাখ্যার অনুরূপ হবে।

❑ আল-কুরআনের উল্লিখিত এ তথ্যসমূহের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানা যায় নামাজকে মহান আল্লাহ তাঁর যিকির বলে উল্লেখ করেছেন। আর এর কারণ হলো- নামাজের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের জীবন পরিচালনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অনেক শিক্ষা দিয়েছেন। দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ার আদেশের মাধ্যমে সেই শিক্ষাগুলো মানুষ যেন ভুলে না যেতে পারে তার অপূর্ব ব্যবস্থা তিনি করেছেন। অর্থাৎ নামাজ হচ্ছে আল্লাহর দিতে চাওয়া ঐ শিক্ষাগুলো বাস্তব কাজের (Practical Training) মাধ্যমে স্মরণ রাখার ব্যবস্থা।

রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও মহান আল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক শিক্ষা দিয়েছেন। ঐ ইবাদাতসমূহ পালন করা

হচ্ছে ঐ শিক্ষাগুলো স্মরণ রাখার ব্যবস্থা। তাই ঐ ইবাদাতগুলোও আল্লাহর যিকির।

আল্লাহর গুণবাচক নাম এবং পরিচয় দানকারী বাক্য, মনে মনে বা মুখে বার বার উচ্চারণ করে ঐ গুণ (সিফাত) ও পরিচয় মনে রাখা স্মরণ রাখার স্তরের যিকির হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও হাদীস

কুরআন

তথ্য-১

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً.

অর্থ: তোমার রবের (গুণবাচক) নামের যিকির করতে থাক এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হও। (মুয্যাম্মিল/৭৩ : ৮)

তথ্য-২

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى.

অর্থ: (হে নবী) তোমার মহান রবের নামের তাসবীহ কর।

(আল-আ'লা/৮৭ : ১)

তথ্য- ৩

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ .

অর্থ: তোমার রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ পাঠ কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। (নাস্‌র/১১০ : ৩)

হাদীস

তথ্য-১

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. رواه الترمذى وقال حديث حسن.

অর্থ: জাবির (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা:) কে বলতে শুনেছিঃ সর্বোত্তম যিকর হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'।

(তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন)

তথ্য-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ .

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেনঃ এমন দুটি বাক্য আছে, যা মুখে হাল্‌কা, (উচ্চারণে সহজ) কিন্তু মাপে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। এ বাক্য দুটি হচ্ছে-سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

(বুখারী, মুসলিম)

তথ্য-৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ .

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেনঃ আমার কাছে 'সুব্‌হানাল্লাহ ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার' বলা দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতেও বেশি প্রিয়। (মুসলিম)

তথ্য-৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَوةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার 'আলহামদুলিল্লাহ' তেত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং একশতবার পূর্ণ করার জন্যে একবার لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ পড়ে তার সমস্ত ছগীরা গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়, যদিও তা হয় সাগরের ফেনাপুঞ্জের সমান। (মুসলিম)

❑ **কুরআন ও হাদীসের এ সকল তথ্য হতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় আল্লাহর গুণবাচক নাম এবং আল্লাহর পরিচয় বহনকারী বাক্য মনে মনে বা মুখে উচ্চারণ করা আল্লাহর স্মরণ রাখার স্তরের যিকির বলে গণ্য হবে।**

বাস্তবায়ন বা অনুসরণের স্তরের যিকির করার উপায়

জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বাস্তবায়নের নিয়ম-কানুন (পদ্ধতি) মহান আল্লাহ আল-কুরআনের মাধ্যমে মৌলিক আকারে জানিয়ে দিয়েছেন। আর রাসূল (সাঃ) মানব জীবনের সকল কাজের বাস্তবায়নের বিস্তারিত নিয়ম-কানুন, তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মানব জাতিকে জানিয়ে ও দেখিয়ে দিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর জানানো ও রাসূল (সাঃ) এঁর দেখানো সেই নিয়ম-কানুন অথবা সেই নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে গবেষণা করে বের করা নিয়ম-কানুন অনুযায়ী করাই হলো বাস্ত বায়ন বা অনুসরণের স্তরের যিকির করার উপায়।

যিকিরের দুই স্তরের মধ্যে সম্পর্ক

বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্তমানে যারা যিকির করেন তাদের অধিকাংশই স্মরণ করা বা রাখার স্তরের যিকিরকেই যিকিরের সবটুকু মনে করেন। তাই স্মরণ করার যিকিরের বিষয়ের সাথে তাদের বাস্তব কাজের মিল দেখা যায় না।

বিবেক-বুদ্ধি

যিকিরের দুই স্তরের মধ্যে সম্পর্ক অর্থাৎ স্মরণ রাখার যিকির ও বাস্তবায়ন বা অনুসরণের যিকিরের মধ্যে সম্পর্ক বুঝার সহজ উপায় হল পৃথিবীর বিভিন্ন পরীক্ষা। পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্যে সকল পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার

বিষয়গুলো স্মরণ রাখার জন্যে বারবার পড়তে তথা Revision দিতে হয়। আর স্মরণ রাখার জন্যে বারবার পড়ার কল্যাণ একজন পরীক্ষার্থী শুধু তখনই পায় যখন সে পরীক্ষার সময়, স্মরণ রাখা বিষয় অনুযায়ী প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

মানুষের জীবন একটি পরীক্ষার সময় বলে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য-১

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّموتِ وَالْاَرضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط

অর্থঃ আর তিনিই (আল্লাহ) মহাকাশ এবং পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। ঐ সময় তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। আর এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম তা পরীক্ষা করা। (হুদ/১১ঃ ৭)

তথ্য-২

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًط

অর্থঃ তিনি জীবন মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এটি পরীক্ষা করে নেয়ার জন্যে যে তোমাদের মধ্যে কাজে কে উত্তম। (মুলক/৬৭ : ২)

জীবনের পরীক্ষার বিষয়গুলো মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন, সুন্নাহ, উপাসনামূলক ইবাদাতসমূহ ও তাঁর গুণবাচক নামের মাধ্যমে। জীবনের ঐ পরীক্ষায় সফল হতে হলে প্রথমে পরীক্ষার বিষয়গুলো বারবার পড়ে বা বাস্তবে (Practical) করে স্মরণ রাখতে হবে। তারপর জীবনের বিভিন্ন কাজ করার সময় স্মরণ থাকা তথ্য অনুযায়ী সকল কাজ সম্পাদন করতে হবে।

তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সহজেই বলা যায়, স্মরণ রাখার যিকিরের কল্যাণ বা সওয়াব শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন ঐ যিকিরের তথ্য অনুযায়ী জীবনের সকল কার্য সম্পাদন করা হবে।

আল-কুরআন

তথ্য-১

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ: হে মু'মিনগণ, তোমরা এমন কথা কেন বল (কাজের সময়) যা পালন কর না? আল্লাহর নিকট এটি অত্যন্ত ক্রোধের বিষয় যে, তোমরা এমন কথা বল (কাজের সময়) যা পালন কর না। (সফ/৬১ : ২,৩)

ব্যাখ্যা: স্মরণ রাখার যিকিরে একজন মু'মিন মুখে বা মনে মনে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় উচ্চারণ করে তথা বলে। তাই, এ আয়াতের একটি অর্থ হবে, মনে রাখার যিকিরের সময় যে সকল বিষয় মুখে বা মনে উচ্চারণ করে বলা হয়, বাস্তবে যদি সে অনুযায়ী কাজ করা না হয় তবে তাতে আল্লাহ্ অত্যন্ত রাগান্বিত হবেন। অর্থাৎ তা একটি বড় গুনাহের বিষয়। এখান থেকে বুঝা যায় যে, স্মরণ রাখার স্তরের যিকিরের শিক্ষাগুলো বাস্তব কাজের সময় তথা অনুসরণের স্তরে প্রয়োগ না করলে, স্মরণ রাখার স্তরের যিকিরের কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না।

তথ্য- ২

يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থ: হে মু'মিনগণ জুম্‌আর দিন যখন সালাতের দিকে ডাকা হয় তখন কেনা-বেচা পরিত্যাগ করে (সালাত নামের) আল্লাহর যিকিরের দিকে দৌড়াও। এটি তোমাদের জন্যে অধিক উত্তম যদি তোমরা জানতে। সালাত শেষ হলে, আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের (রুজি-রোজগারের) জন্যে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং (ঐ সময়ে) আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর (যিকির কর) যদি তোমরা কল্যাণ (সওয়াব) পেতে চাও।

(জুম্‌আ/৬২ :৯-১০)

ব্যাখ্যা: প্রথমে মহান আল্লাহ এখানে জুম'আর সালাতের জন্যে আযানের মাধ্যমে ডাকা হলে সকল মু'মিনকে কাজ-কর্ম রেখে সালাত নামের যিকিরের দিকে দৌড়ে যেতে বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ, আযান হলে মসজিদে যেয়ে সালাতের বাস্তব (Practical) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া বিষয়গুলো স্মরণ (যিকির) করতে বলেছেন।

এরপর সালাত শেষ হলে রুজি-রোজগারের জন্যে কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার উপদেশ দিয়েছেন এবং ঐ কর্মক্ষেত্রে বেশি বেশি তাঁর যিকির করতে বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ জানিয়ে দিলেন-সালাত ও অন্য যিকিরের মাধ্যমে স্মরণে রাখা বিভিন্ন তথ্য, আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ অনুসরণ করে সকল কার্য সম্পাদন করতে।

সবশেষে আল্লাহ বলেছেন কল্যাণ তথা সওয়াব পেতে চাইলে কর্মক্ষেত্রে বেশি বেশি তাঁর যিকির করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ জানিয়ে দিলেন স্মরণ রাখা যিকিরের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ পেতে চাইলে ঐ যিকিরের শিক্ষা অনুযায়ী সকল কার্য সম্পাদন করতে হবে তথা অনুসরণের যিকির করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-

১. নামাজের অনুষ্ঠানের প্রধান শিক্ষা হল আল্লাহর আদেশ মানার মানসিকতা (তাকওয়া) তৈরী করা। তাই নামাজ শেষে কর্মক্ষেত্রে যেয়ে প্রতিটি কাজ করার সময় এ শিক্ষার যিকির করে কাজটি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী করা বা না করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং কাজটি বাস্তবে করার সময় কুরআন ও সুন্নাহে বলে দেয়া নিয়ম-কানুনের যিকির করে সে অনুযায়ী করতে হবে।

২. সালাতের অনুষ্ঠানের একটি শিক্ষা হলো ইসলাম জানার ব্যাপারে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া। তাই সালাত শেষে বাস্তব জীবনে যেয়ে এ শিক্ষার যিকির করে, ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. সালাতের অনুষ্ঠানের অন্য একটি শিক্ষা হল কোন কাজে মৌলিক একটি ভুল হলে সে কাজটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। তাই নামাজ শেষে

কাজে যেয়ে এ শিক্ষার যিকির করে কোন কাজে মৌলিক ভুল না হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

৪. সালাতের অনুষ্ঠানের একটি শিক্ষা হল সময়মত সকল কাজ করা। তাই নামাজের পর এ শিক্ষার যিকির করে বাস্তব জীবনের সকল কাজ সময় মত করতে হবে।

৫. জামাতে নামাজের একটি শিক্ষা হল বংশ, গোত্র, রং, সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি ব্যক্তির মর্যাদার মাপকাঠি নয়। তাই সালাতের পর বাস্তব জীবনে যেয়ে ঐ শিক্ষার যিকির করে, ঐ বিষয়গুলোর ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে পার্থক্য না করা।

৬. জামাতে নামাজের একটি শিক্ষা হল সুশৃঙ্খলভাবে সকল কাজ করা। তাই জীবন পরিচালনার সময় ঐ শিক্ষার যিকির করে সকল কাজ সু-শৃঙ্খলভাবে করতে হবে।

৭. কুরআন-সুন্নাহের একটি শিক্ষা হল প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট ভরে না খাওয়া। অতএব কুরআন-সুন্নাহের ঐ শিক্ষা জানার পর বাস্তব জীবনে ঐ শিক্ষার যিকির করে প্রতিবেশী যাতে অভুক্ত না থাকে সে ব্যাপারে ভূমিকা রাখার পর নিজে পেট ভরে খেতে হবে।

৮. রোজার একটি শিক্ষা হল পেটের ক্ষুধা উপেক্ষা করেও প্রকাশ্য বা গোপনে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে। তাই রোজা রেখে ঐ শিক্ষা গ্রহণ করার পর বাস্তব জীবনে ঐ শিক্ষার যিকির করে পেটে ক্ষুধা থাকলেও প্রকাশ্য বা গোপনে আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৯. সুবহানাল্লাহ শব্দটির প্রধান অর্থ হল, আল্লাহ শিরক থেকে মুক্ত। তাই সুবহানাল্লাহ শব্দের যিকিরের মাধ্যমে ঐ তথ্য জানার পর বাস্তব জীবন পরিচালনার সময় ঐ তথ্যের যিকির করে সকল শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

১০. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যের একটি অর্থ হল, স্বাধীনভাবে আইন তৈরী করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। তাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বাক্যের যিকির করে ঐ তথ্য জানার পর বাস্তব জীবন পরিচালনার সময় ঐ তথ্যের যিকির করে বিনা ওজরে কাউকে স্বাধীনভাবে আইন বানানোর

অধিকারী বলে সমর্থন করা বা ভোটের মাধ্যমে মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

তথ্য-৩

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

অর্থঃ ধ্বংস (বা ওয়াইল নামক জাহান্নাম) সেই নামাজীদের জন্য যারা নিজেদের নামাজের (সময়ের) ব্যাপারে বেখেয়াল। যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে এবং পাতিলের ঢাকনির মতো ছোটখাট জিনিসও মানুষকে দিতে চায় না। (মা'উন/১০৭ : ৪-৬)

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, যে নামাজীরা নামাজের সময়ের ব্যাপারে তথা যে কোন কাজের সময়ের ব্যাপারে বেখেয়াল থাকবে, লোক দেখানোর জন্য কাজ করবে এবং অন্যদের ছোটখাট জিনিসও দিবে না বা দিতে নিষেধ করবে, তারা পরকালে জাহান্নামে যাবে। সময়ের ব্যাপারে বেখেয়াল থাকা অর্থাৎ সময় জ্ঞান না থাকা, লোক দেখানোর জন্যে কোন কাজ করা এবং ছোটখাট জিনিসও অপরকে না দেয়া বা দিতে নিষেধ করা নামাজের শিক্ষা বিরোধী।

সুতরাং এ আয়াত কখানির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন নামাজ নামের মনে রাখার যিকিরসহ অন্য যেকোন মনে রাখার যিকির করার পর ঐ যিকিরের শিক্ষা অনুযায়ী বাস্তবে সকল কাজ সম্পাদন না করলে ঐ যিকির দুনিয়া ও আখিরাতে কোন কাজে আসবে না।

তথ্য-৪

الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِه أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِه.

অর্থঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা হক আদায় করে ঐ কিতাব তেলাওয়াত করে তারাই ঐ কিতাবে বিশ্বাস করে।

(বাকারা/২ : ১২১)

ব্যাখ্যাঃ পূর্বেই আমরা জেনেছি কুরআনকে মহান আল্লাহ তাঁর যিকির বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াত করা হলো আল্লাহর যিকির

করা তথা আল্লাহর জানানো আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, তথ্য ইত্যাদি স্মরণ বা মনে করা।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যাদেরকে কিতাব অর্থাৎ কুরআন দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা হক আদায় করে কুরআন তেলাওয়াত করে তারাই ঐ কিতাবে বিশ্বাস করে। তাহলে এখান থেকে বের হয়ে আসে যারা ওজর ব্যতীত তথা ইচ্ছাকৃতভাবে হক আদায় করে কুরআন তেলাওয়াত করে না তারা কুরআনে বিশ্বাস করে না।

কুরআন তেলাওয়াতের প্রধান হক হলো চারটি। যথা-

১. শুদ্ধ করে পড়া,

২. অর্থ বুঝা,

৩. আমল করা,

৪. অন্যকে জানানো বা দাওয়াত দেয়া।

তাহলে এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যারা ওজর ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে, শুদ্ধ করে কুরআন পড়ে না, অর্থছাড়া কুরআন পড়ে, পঠিত বিষয় অনুযায়ী আমল করে না এবং অপরকে পঠিত বিষয় জানায় না তারা কুরআনে বিশ্বাস করে না।

কুরআন তেলাওয়াতকে আল্লাহর যিকির ধরলে কুরআনের এ আয়াতের বক্তব্য দাঁড়ায়, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে হক আদায় ছাড়া কুরআন তেলাওয়াত স্বরূপ যিকিরটি করে তারা কুরআনে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ এ ধরনের যিকিরে কোন সওয়াব হবে না।

কুরআন তেলাওয়াতস্বরূপ যিকিরের একটি প্রধান হক হল, তেলাওয়াতকৃত বক্তব্য অনুযায়ী আমল করা। তাহলে এ আয়াতের আলোকে সহজেই বলা যায়, স্মরণ রাখার জন্যে কুরআন তেলাওয়াতরূপের যিকির করার পর যদি তেলাওয়াতকৃত আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী ওজর ছাড়া আমল না করা হয় তবে তাতে সওয়াব হবে না। অর্থাৎ বাস্তব কাজের সময় যদি অন্য সময়ে করা বিভিন্ন ধরনের যিকিরের বক্তব্য অনুযায়ী আমল না করা হয় তবে তাতে সওয়াবতো হবেই না বরং অতিবড় গুনাহ হবে। অর্থাৎ মনে রাখার যিকিরের সওয়াব পেতে হলে অনুসরণের যিকিরে তার প্রতিফলন থাকতে হবে।

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَوتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَوتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ .

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক মহিলা নামাজ ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখ দ্বারা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম (নফল) রোজা রাখে, কম (নফল) সদকা করে এবং নামাজও (নফল) কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরাবিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূল (সা:) বললেন, সে জান্নাতী। (আহমাদ ও বায়হাকী, শোআবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা:) সালাত, রোজা ও যাকাত নামক যিকিরের সওয়াব পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি দুজন সালাত আদায়কারীর অবস্থা পাশাপাশি বর্ণনা করে সুন্দরভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রথমজন ঐ সকল যিকির প্রচুর করে কিন্তু তার শিক্ষা (প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া নামাজ, রোজা, যাকাতের শিক্ষা) বাস্তবে প্রয়োগ করে নাই। তাই তাকে দোযখে যেতে হবে। অর্থাৎ ঐ সকল যিকিরের কোন সওয়াব সে পাবে না। আর দ্বিতীয়জন ঐ সকল যিকির অপেক্ষাকৃত কম করলেও তার শিক্ষা সে যথাযথভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করেছে। তাই সে বেহেশ্‌তবাসী হয়েছে। অর্থাৎ সে ঐ সকল যিকিরের সওয়াব পেয়েছে।

তথ্য - ২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَوةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

অর্থ: আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমরা কি জান, সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কিরাম জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হল সে, যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি সে, যে কিয়ামতের ময়দানে নামাজ, রোজা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে সে কোন মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারোর সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে বা কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। অতঃপর তার নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদি আমলকে বিনিময় হিসাবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত বা কষ্টপ্রাপ্ত লোকগুলোকে দেয়া হতে থাকবে। এভাবে তার সকল আমল বিনিময় দিয়ে শেষ হয়ে যাবার পর দাবিদারদের পাপগুলো তার উপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(মুসলিম)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) জানিয়ে দিয়েছেন নামাজ, রোজা, যাকাত নামের যিকিরের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন ঐ সকল যিকিরের শিক্ষাগুলো স্মরণে রেখে বাস্ত ব কাজের সময় তথা বাস্তব পরীক্ষার সময় তা প্রয়োগ করা হবে।

তথ্য - ৩

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ (رضي) عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان.

অর্থ: আবু সাইদ খুদরী (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে বন্ধ করে। যদি ঐ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেন নিজ জিহ্বা দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। আর যদি তার ঐ ক্ষমতাও না থাকে সে যেন নিজের অন্তরে তা ঘৃণা করে। আর এটি ঈমানের দুর্বলতম স্তর (অর্থাৎ এর নিচে কোন ঈমান নেই)। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: হাদীসটিতে রাসূল (সা:) বলেছেন, অন্যায় কাজ হতে দেখলে প্রত্যেক ঈমানদারের তা শক্তি দিয়ে বন্ধ করতে হবে। কোন কারণে তা না পারা গেলে সকলকে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। আর কোন কারণে তাও সম্ভব না হলে অন্তরে ঐ অন্যায় কাজকে ঘৃণা করতে হবে। যে ব্যক্তি এই ঘৃণাও না করবে, তার ঈমান নাই বা সে ঈমান আনে নাই।

ঈমান আনা আমলটি হচ্ছে কালেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করা, তার শিক্ষা অন্তরে বিশ্বাস করা। আর ঈমানের দাবী অনুযায়ী বাস্তব কাজ হল ঐ বিশ্বাসের প্রমাণ। ঈমানের একটি দাবী অন্যায় কাজ শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ, কথার দ্বারা প্রতিবাদ বা (অন্তত) অন্তরে ঘৃণা করা। আলোচ্য হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা:) জানিয়ে দিয়েছেন কোন ওজর ছাড়া বাস্তবে যে কালেমা তাইয়্যেবার শিক্ষা প্রয়োগ করবে না তার ঈমান নেই।

কালেমা তাইয়্যেবার যিকির করার সময় বারবার কালেমাটি মুখে উচ্চারণ করে বারবার ঈমানের স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাই বাস্তব কাজের সময় যদি কোন ওজর ছাড়া কালেমা তাইয়্যেবার শিক্ষার প্রয়োগ না করা হয় তবে কাফির বলে গণ্য হতে হবে।

এ হাদীসের আলোকে তাহলে বলা যায় আল্লাহর গুণবাচক যেকোন শব্দ বা বাক্যের যিকির করে সে অনুযায়ী বাস্তবে কাজ না করলে ঐ যিকিরে সওয়াবতো হবেই না বরং বড় গুনাহগার হতে হবে।

❑❑ কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির এ সকল তথ্যের আলোকে সহজেই বলা যায় স্মরণ রাখার যিকির করার পর যদি সে অনুযায়ী বাস্তব কাজ না করা হয় তবে স্মরণ রাখার যিকিরের কোন সওয়াবতো হবেই না বরং তাতে বড় গুনাহগার হতে হবে।

অর্থাৎ মনে রাখার স্তরের যিকিরের সওয়াব তথা কল্যাণ নির্ভর করবে অনুসরণের স্তরের যিকিরের উপর।

স্মরণ রাখা স্তরের যিকিরের সময়ে স্বরের উচ্চতার মাত্রা

বিবেক-বুদ্ধি

ইসলাম অন্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে কোন কাজ করাকে পছন্দ করে না। তাই সহজেই বুঝা যায় স্মরণ রাখার স্তরের যিকির এমন উচ্চ স্বরে হওয়া ইসলাম সিদ্ধ হতে পারে না যাতে অন্য মানুষের কষ্ট হয় বা বিরক্তি উৎপাদন করে।

কুরআন

তথ্য-১

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ .

অর্থঃ নিজ রবের যিকির কর মনে বিনয় ও ভীতিসহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে, সকাল ও সন্ধ্যায়। আর (যিকির থেকে) বেখেয়াল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (আরাফ/৭ : ২০৫)

তথ্য-২

وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلاً.

অর্থঃ আর নামাজে স্বর খুব উঁচু বা নিচু করবে না। এ দুইয়ের মধ্যবর্তী মাত্রা অবলম্বন করবে। (বনি-ইসরাইল/১৭ : ১১০)

❑❑এ সকল আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় মনে রাখার যিকির করতে হবে মনে মনে বা মধ্যম স্তরের উচ্চ স্বরে।

স্মরণ রাখার স্তরের যিকির একাকী বা দলবদ্ধভাবে করা

বিবেক-বুদ্ধি

নামাজ একাকী ও দলবদ্ধ উভয়ভাবে পড়ার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে। এখান থেকে ধরে নেয়া যায় অন্য ধরনের মনে রাখার যিকিরও একাকী বা দলবদ্ধ ভাবে করা নিষিদ্ধ না হওয়ারই কথা।

হাদীস

তথ্য-১

ক.

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ .

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন আমি আমার বান্দার নিকট থাকি যখন সে আমার যিকির করে এবং আমার ব্যাপারে তার ঠোঁট নড়ে। (বুখারী)

খ.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

অর্থ: আবদুল্লাহ বিন বুছর (রা:) বলেন, একব্যক্তি রাসূল (সা:) এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ইসলামের (নফল) বিধিবিধানসমূহ আমার জন্যে অনেক বেশি। তাই আমাকে এমন কিছু বলে দিন যা আমি সব সময় আমল করতে পারি। রাসূল (সা:) বললেন, তোমার জিহ্বা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত রাখ। (তিরমিজি, ইবনে মাজা। তিরমিজি হাদীসখানিকে হাসান ও গরীব বলেছেন)

❑❑এ ধরনের আরো অনেক হাদীস থেকে সহজে বুঝা যায় যিকির একা একা করার অনুমতি আছে।

তথ্য-২

ক.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ .

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার নিকট আমি সেরূপ যেরূপ সে আমাকে মনে করে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে যিকির (স্মরণ) করে। সে যদি একাকী আমাকে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর সে যদি কোন দলে বসে আমাকে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে আরো উত্তম দলে স্মরণ করি। (বুখারী, মুসলিম)

খ.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ.

অর্থঃ আনাস (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, যখন তোমরা বেহেশতের বাগানে পৌঁছবে তখন তার ফল খাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, বেহেশতের বাগান কী? তিনি বললেন যিকিরের বৃত্ত বা মজলিস।

(তিরমিযি, মেশকাত হাদীস নং ২১৬৪)

গ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ .

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কোন দল কোন মজলিসে বসল কিন্তু আল্লাহর যিকির করল না এবং তাদের নবীর প্রতিও দুরুদ পড়ল না নিশ্চয়ই তাহা তাদের জন্যে ক্ষতির কারণ হল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিতে পারেন অথবা মাফও করে দিতে পারেন। (তিরমিযি)

❑❑ এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় যিকির দলবদ্ধভাবেও করা যায়। তবে বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে যেভাবে দলবদ্ধভাবে শরীর দুলিয়ে, শব্দ করে যিকির করা হয়, সেটি সঠিক কিনা সে ব্যাপারে বিরাট প্রশ্ন আছে।

শেষ কথা

সুধী পাঠক, কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যসমূহ হতে সহজেই বুঝা যায় যে-

- ❑ ইসলামে যিকিরকে অপরিসীম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে,
- ❑ স্মরণ রাখা স্তরের সর্বোত্তম যিকির কুরআন তেলাওয়াত,
- ❑ নামাজ, যাকাত, রোজা এবং হজ্জ, স্মরণ রাখা স্তরের যিকির,
- ❑ বাস্তবায়নের স্তর বাদ গেলে স্মরণ রাখা স্তরের যিকিরের কোন কল্যাণ বা সওয়াব পাওয়া যাবে না।

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের যিকির সম্বন্ধে ধারণা এবং তাদের বাস্তব আমলের সাথে, কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির বিভিন্ন তথ্যের যিকিরের ব্যাপারে কতটুকু মিল আছে পাঠকই তা বিবেচনা করুন। আল্লাহ মুসলমান জাতির সবাইকে যিকির সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন ও আমল করার তৌফিক দিন। আমিন! ছুম্মা আমিন!

ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া সকল মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে শুধরিয়ে ছাপানো আমার ঈমানী দায়িত্ব। সকলের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত